স্বপ্ন ঘেরা কবিতা

BANGLADARSHAN.COM

সমরেন্দ্রনাথ ঘোষ

একদিন ফিরে আসতেই হবে

একদিন ফিরে আসতেই হবে!
সব সাধ মিটে গেলে,
সব সুখ পেয়ে গেলে,
তবু কিছু থেকে যাবে বাকি!

ফাঁকি–স্রেফ ফাঁকি দিয়েছে সবাই,
তাই ওঠে 'নাই-নাই' ধ্বনি,
এত পেয়ে তবু তাকে গেল নাকো পাওয়া?

চাওয়া সেই মূল্যবানটিকে কাঙালের মতো,
যা পারে কেবল দিতে অমৃতের স্বাদ;
ভিতরে ভিতরে শুরু হবেই বিবাদ!

স্বাদ তার এখনও অজানা,
ভুলে তাকে চলে গেছ অবহেলে–
রাজকীয় চালে–আজ ওঠে হাহাকার ধ্বনি!

যখনই পেয়েছ সুখ হয়েছে অসার,
বিপথে করেছ সফর!
অশান্ত মন তাই ব্যস্ত, ব্যগ্র করছে সন্ধান;

প্রাণ যাবে একদা হঠাৎ–
অধরার না নিয়ে আস্বাদ;
ওকে পেতে হলে–
একদিন ফিরে আসতেই হবে!

BANGLADARSHAN.COM

সেই মুখ

সেই মুখ আমি দেখি বারবার
স্বপ্নে ও বাস্তবে;
এসপ্ল্যানেডে, লস অ্যাঞ্জেলেসে
অবিকল এক মুখ!

সেও দেখে আমাকে খুঁটিয়ে
স্বদেশে, বিদেশে,
কেউ কারো জানিনাকো ভাষা;
তবু চোখে চোখে বহু কথা হয়;

হাঁসের পায়ের মতো হাত তার,
মুখ তার ছিন্ন পাতাবাহার,
সেও কি আমাকে ভাবে–
দৃষির মতোই?

BANGLADARSHAN.COM

জানি না আজো কেন–
ভুলতে পারি না তাকে–
যে আসে স্বপ্নে ও বাস্তবে!

সমালোচনা

কবি যখন প্রথম কবিতার বই প্রকাশ করলেন–
অনেকেই বললেন–‘কিসসু হয় নি!’
যখন দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ বই প্রকাশ করলেন,
অনেকেই বললেন–‘এসব লিখে কী লাভ!’

যখন পুরস্কার পেলেন–
তাঁর বই কেনার জন্য হুড়োহুড়ি পড়ে গেল!
এত বিকৃত বইগুলি আর একটাও অবিক্রিত রইল না!
সমালোচকরা বলতে লাগলেন–
‘ভেতরে নিশ্চয়ই কোনো ব্যাপার আছে!’

BANGLADARSHAN.COM

প্রথম

মধ্য মেধায় এর বেশি আর কীইবা হবে?
যা পেয়েছ তাই নিয়ে আজ খুশি থাকো!
ভাবো দেখি তাঁদের কথা উচ্চ মেধায় পাননি কিছু,
তাঁদের দুখে হও না দুখী দেখবে অনেক শান্তি পাবে!
দিনবদলের পালা এলে জবাবদিহি করতে হবে,
কেন ওঁরা পাননি আসন যেটা ওঁদের প্রাপ্য ছিল?
ওরা সেদিন বিচার চেয়ে জ্বালতে পারেন চিতার আগুন,
হও না কেন তার আগেতেই সমব্যথী, অতি আপন!
পথটা ওঁরা জানতেন না কোন পথেতে যেতে হবে,
চিনিয়ে সে পথ দাও না প্রথম যাতে ওঁরা উঠতে পারেন!
দেখবে কী সুখ সেই কাজেতে আগাগোড়া হবে সুখী,
সেই সুখটাই চাও না কেন স্বার্থ ছেড়ে আজ এখনই!

BANGLADARSHAN.COM

ভালো থাকা

যা পেয়েছি তাই নিয়ে আজ ভালোই থাকি,
দুঃখে যারা অতি কাতর তাদের দলে নাই বা গেলাম!
সুখ পেয়েছি অনেকখানি দুঃখ কেন বুকে রাখি?
আক্ষেপেতে মরে যারা তাদের দলে নাই বা গেলাম!
এই জীবনের অনেকখানি গেছে কেটে হিসেব করে,
নাই বা পেলাম বিরাট কিছু অল্প নিয়ে ভালো আছি,
ঈর্ষা, দ্বেষে জ্বলে যারা তাদের আগুন কমবে না,
দমকলেতেও পারবেনাকো ছড়িয়ে দিতে শান্তিবারি,
জীবন মানেই সুখ দুঃখের বারে বারে আসা যাওয়া,
এক জীবনে কোরোনা কেউ নিটোল নিভাঁজ সুখের আশা!
চাকার মতোই ঘুরছে জীবন, ওপর থেকে নিত্য নিচে,
সাহস করে সব দশাকেই নিতে হবে টেনে কাছে।

BANGLADARSHAN.COM

স্বপ্ন ঘেরা কবিতা

সে চাইল স্বপ্ন ঘেরা কবিতা
ম্যাজিক-দেখা বাচ্চার মতো অবাক হলাম!
স্বপ্ন–সে তো বুদ্বুদের মতো–আসে ঘুরপাক খায়, হারায়!
তবু কষ্ট দিতে ইচ্ছে করল না;
বললাম, 'তাই হবে!'
আমার বাবা, মা'র কথা মনে পড়ল,
তাঁরাও আমাকে ঘিরে স্বপ্ন দেখেছিলেন–
রঙিন, ক্ষণস্থায়ী অথচ কত মধুর স্বপ্ন!
মা চেয়েছিলেন ডাক্তার হব, বাবা খেলোয়াড়;
মেলে নি-আমি কোনোটাই হতে পারি নি!
এখন রুটি রুজির অবসরে শুধু লিখতে চাই!
লিখি আর ছিঁড়ে ফেলি,
কাটাকুটি খেলি শব্দ নিয়ে–নিজে নিজেই;
কৈশোরে প্রায়ই পড়ন্ত বিকেলের কনে দেখা আলোয়
ছোট্ট ফুটফুটে বোনটার সঙ্গে কাটাকুটি খেলতাম!
ইচ্ছে করে হারতাম ওর জেতার আনন্দের স্বপ্নে বিভোর হব বলে;
এখনও স্বপ্নে ওকে দেখি,
কবিতায় ও বারবার আসে,
বহুদিন হারিয়ে গেছে নিষ্ঠুর মানুষের অপরিমেয় লালসার শিকার হয়ে;
পথে, ঘাটে, স্কুলে, কলেজে যেখানে যখন গেছে
কদর্য কথা ওকে শুনতে হয়েছে তথাকথিত ভদ্রসন্তানের মুখে
যা ও স্বপ্নেও ভাবে নি!
বাবা ওর নিষ্পাপ ছবিসহ বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন,
মা কেঁদে কেঁদে ঈশ্বরকে স্বপ্নভঙ্গের কথা জানিয়েছিলেন,
তবু ও ফিরে আসে নি-স্বপ্নে শুধু আজও আসে গভীর রাতে;
বলে, 'দাদাভাই ওঠো! স্বপ্ন আর দেখো না!'
ওর স্বপ্ন, বাবা-মা'র স্বপ্ন–আমার স্বপ্ন সব মিলিয়ে গেছে!
বুঝেছি, স্বপ্ন ঘিরে কবিতা লেখা সহজ কথা নয়–

BANGLADARSHAN.COM

স্বপ্ন দুঃখও দেয়,
বকবকে বুড়োর মতো মন কিন্তু বলে চলে–
‘স্বপ্ন ঘেরা কবিতা একদিন এ পৃথিবীতে আসবেই আসবে, সুখ ও আনবে!
যে কবিতা চেয়েছিল তাকে আনন্দ দিতে ওর তখন জুড়ি মেলা ভার হবে!’

BANGLADARSHAN.COM

আগমন

মন-বেতারে পড়ল ধরা তোমার মন,
পুলকিত মনটি আমার ব্যাকুল হল তোমার খোঁজে;
চোখের দেখা চাইল শুধু ক্ষণতরে,
ইতি উতি ছুটল দুচোখ অশ্ববেগে,
হায়রে কপাল পেলামনাকো খুঁজছি যাকে,
বুকের ব্যথা বাড়ল কেবল মিছিমিছি!
অশ্রুসজল চক্ষুদুটি বন্ধ হল যখন হঠাৎ,
তোমায় পেলাম, তোমায় পেলাম–হৃৎপিণ্ডের খুবই কাছে!
দুঃখ, ব্যথা তাড়িয়ে দিয়ে একরাশ সুখ নিল বাসা,
চক্ষুদুটি চাইল না আর সামনে, পিছে, ডাইনে, বামে,
মন-বেতারে খবর এল এসে গেছ আগেই কাছে,
পাছে হারাই সেই ভাবনায় আবেগটাকে আঁকড়ে থাকি।

BANGLADARSHAN.COM

ভেতরের ছবি

ভেতরের ছবি মানুষকে স্পষ্ট করে,
যারা ভেতরের ছবি দেখতে পায় না তারা ঠকে, কাঁদে;
তখন আর কিছুই করার থাকে না–আফশোস ছাড়া;
কী করে জানবে বল ভেতরের ছবি যে গোপন, গভীর অথচ সত্য!
সব সত্য যেমন দিবালোকে ধরা পড়ে না ভেতরের ছবিও যেম তেমনি;
বাইরের ছবি দেখে ভেতরটা সহজে অনুমান করা যায় না
যখন যায় তখন হা হুতাশ আর চোখের জলই জীবনসাথী হয়;
সরল মানুষ! এখনও সাবধান হও–
ভেতর আর বাইরের অসাম্যের কথা ভেবে
শিক্ষা, দীক্ষা, চিন্তাভাবনা-শুধু বালিতে গড়া ইমারতের মতোই
হঠাৎ ভেঙে পড়বে সাবধান! সাবধান!
ভেতরের ছবি যত সাংঘাতিক তত নির্মম, বড় নিষ্ঠুর!
এখনও সময় আছে ধ্যানরত বুদ্ধের মতো জ্ঞান-অর্জনের,
ভেতরের ছবি তোমার মোহমুক্ত চোখে যেন শীঘ্রই ধরে পড়ে!
আর বাইরের ছবি দেখে ভুল কোরো না কালিদাসের মতো!
ডালে বসে ডাল কাটলে অজ্ঞানীরা নিচে পড়ে;
কেউ বাঁচাতে পারে না, কেউ বাঁচাতে আসে না।
দিব্যদৃষ্টি লাভ করে ভেতরের ছবি চেনো–
সেই হোক তোমার একমাত্র সাধনা!

BANGLADARSHAN.COM

একবার ভেবে দেখো

বারবার আঘাত করেছ কথার কুড়ুল দিয়ে!
রুখেছি সেসব শেল বিশল্যকরণী দিয়ে;
স্থৈর্য দিয়ে, ত্যাগ দিয়ে, ভালোবাসা দিয়ে গড়া বিশল্যকরণী–
অমোঘ নিদান;
নিন্দাও করেছ অনেক এখানে ওখানে–নানাভাবে কিছুদিন!
হয়েছ সেখানে ব্যর্থ–হেসেছে শ্রোতারা–
তোমার সমুদ্রসমান দুর্মতির তরঙ্গ দেখে দুঃখও পেয়েছে!

পেয়েছ কি শান্তি কিছু নিন্দুকের তালিকায় নিজ নাম দিয়ে?
ওরা তো আগেই ব্যর্থ–সে খবর তোমার অজানা?
বিন্দুমাত্র সুখ ওরা পারবে না দিতে!
শুধুমাত্র কেড়ে নেবে তোমার সুদিন, সময়–মান ও সম্ভ্রম;

এখনও সময় আছে–
মিথ্যার প্রাসাদ আর চেয়ো না গড়তে!
এরপরও যদি ঐ পথে যাও সময়ই বলে দেবে–
সে চেষ্টা ভিত্তিহীন, কতটা অসার;

একবার, শুধু একবার ভেবে দেখো,
কী পেয়ে হারালে তুমি আপন কর্মদোষে;
সুখ, শান্তি আসেনাকো ভালোবাসা ছাড়া;
দম্ভ দিয়ে, অর্থ দিয়ে ভালোবাসা যায়নাকো কেনা!

BANGLADARSHAN.COM

বলতে পারো

কার কাছে অভিযোগ জানাব বলত?
বোবার মতো, ক্যাবলার মতো জগন্নাথের মতো অনেকেই বসে আছে!
ঘর ভেঙে পড়ছে, শরীর ভেঙে পড়ছে!
কণ্ঠ হচ্ছে ক্ষীণ–আর কত চিৎকার করব?

কার কাছে অভিযোগ জানাব বলত?
শুনে বিরক্ত হয়, পথ দেখতে বলে কেউ কেউ,
অনিচ্ছা সত্ত্বেও দুএকজন কিছুটা শুনে বলে–দেখছি কী করা যায়!
দেখা আর হয় না!

কার কাছে অভিযোগ জানাব বলত?
অধিকাংশ ধান্দাবাজ, ঠক, জোচ্চোর,
বাছতে গেলে গাঁ উজাড় হয়ে যাবে–
একটা নিটোল পরোপকারী সমাজসেবী মিলবে না!

BANGLADARSHAN.COM

কার কাছে অভিযোগ জানাব বলত?
কেউ পদ, কেউ দল, কেউ অর্থ, কেউ অন্য কোনও স্বার্থ নিয়ে ব্যস্ত,
অতিসাধারণের জন্য কিছু করার, ভাবার লোক–
সুন্দরবনের বাঘেদের মতো কমে আসছে!

কার কাছে অভিযোগ জানাব বলত?
যাকে বিশ্বাস করে কিছু বলি–
সেই তো সামনে, বা পিছনে ছুরি মারার ফন্দি আঁটে!
এখন দিনগত পাপক্ষয়;

কার কাছে অভিযোগ জানাব বলত?
অধিকাংশ পাপী, দুষ্কৃতি, অনাচারী,
নির্ভাজ, নিষ্পাপ ফুলের মতো শিশুদের জন্য–
এখনও কিছু করার আছে–কিন্তু কে করবে?

ছবি

কবিতার বই-এর প্রচ্ছদে জমকালো ছবি না থাকলেও ক্ষতি নেই,
ভিতরের ছবি যেন মনে স্থান নেয়;
বানিয়ে বানিয়ে নাইবা বললে কথা,
বাগাড়ম্বর নয়কো কবিতা!

অল্প শব্দে জব্দ হয় ধাঁধানো চমক,
ধমক ধামক দিয়ে যায় নাকো লেখা;
দলটল, টলটল করে পুরস্কার কিছু পাওয়া যায়,
কাল কিন্তু পৌঁছে না তাদের।

প্রচারের ঢাক পারে না বাড়াতে–
ভিতরের ছবি,
ও ছবিতো শব্দে নয়–
মনেই তৈরি হয়–শোনেনাকো এইসব লোভী!

BANGLADARSHAN.COM

দেশজুড়ে পদলোভীদের মতো–
শব্দলোভী, খ্যাতিলোভীর অসংখ্য মিছিল!
যতই চেষ্টা হোক কবিতা দেবে না দেখা,
ভাঙবে না বোধের পাঁচিল!

আস্ফালন একদিন থেমে যাবে,
চেনা যাবে কে আসল কবি,
শব্দে শব্দে বিয়ে দিয়ে, প্রচারের ভঙ্গি দিয়ে,
নকলনবীশ পারবে না এঁকে যেতে কোনো রবি-ছবি!

রাজি

যা চাইছ তাতেই রাজি,
নিন্দা কোরো না!
মনে রেখো অসত্য চিরদিনই হারে,
নিন্দা করলে নিন্দিত হতে হয়;

কথা না বলতে চাও নাই বা বললে,
সঙ্গে যেতে ইচ্ছা না হলে নাইবা গেলে,
নিঃসঙ্গ থাকতে কিংবা অন্য-সঙ্গ চাইলেও আপত্তি নেই,
‘ভালো থাকো’—কামনাই করে যাব;

যা চাইছ তাতেই রাজি,
নিন্দা না করে নিজেকে মাপো!
সময়-দাঁড়ি একদিন অবশ্যই বোঝাবে তোমাকে—
কার পাল্লা কতখানি ভারি;

BANGLADARSHAN.COM

যা চাইছ তাতেই রাজি,
চড়াইয়ের, শালিকের মতো খোঁটো, খাও!
এখান-সেখানে থেকে লাল, কালো অভিজ্ঞতা নাও!
বোধিলাভ হোক বুদ্ধের মতো;

যা চাইছ তাতেই রাজি,
শুধু শুধু নিন্দা কোরো না!
একসঙ্গে পথ অনেকটা চলেছি বলেই—
নিন্দা শুনলে বড় কষ্ট পাই;

কাঁচা চিন্তা একদিন পাকা হবে রসালের মতো—
এ বিশ্বাস এখনও অটুট,
সেদিনও আমাকে পাবে,
ভাঙা আয়নায় হয়ত কিছু চিড় থেকে যেতে পারে।

রোদ্দুর

শীতের রোদ্দুরের মতো তোমাকে ভালো লাগা!
কখনও মনে হয়না তুমি গ্রীষ্মে পুড়িয়ে মারবে,
বর্ষাতে দেবেনাকো দেখা,
তোমার দীর্ঘ অনুপস্থিতি, অকারণ নীরবতা,
সহ্য করতে পারি না–শুধু তন্দুরী রুটির মতো পুড়তে চাই!

একঘেয়ে বাসি রুটির মতো মাঝে মাঝে ভালোও লাগে না তোমাকে,
অসহ্য মনে হয় তবু ফিনিক্স পাখির মতো তোমাকেই চাই!
ভুলে যাই এবার এলেই তুমি পুড়িয়ে মারবে!

মাঝে মাঝে আদুরী রোদ্দুর হও,
উত্তাপ বাড়তে থাকে দিনের সঙ্গে-ই,
ভালোবাসার রাত এলে অনেক অপ্রিয় কথা ভুলে যাই,
মনেই থাকে না দুপুরের চড়া রোদ পুড়িয়েছে ভিতর-বাহির,
আমি এখন ওভাবেই পুড়তে চাই শেষ পোড়ার আগে!

BANGLADARSHAN.COM

নরম রোদ্দুর আর তুমি মাঝে মাঝে এক হয়ে যাও,
ঘুম ভাঙার পরই কাছে আসো, গায়ে দাও আরামী পরশ,
শুরু হয় সব ভুলে আমার যাপন,
বয়স্ক বৃদ্ধের মতো নাম-ধাম সব ভুলি,
ঈর্ষা ভুলি, ক্রোধ ভুলি–ভুলি যত আবিলতা;
অস্থির, উন্মাদ করে তোলে তোমার সান্নিধ্য,
তুমি যেন মরুদ্যানের খবর দিয়ে বলো–'পাশে আছি এগিয়ে চলো!'

সময়

সময় থেমে থাকে না, থামতে জানে না,
নদীও তাই।
কেউ কেউ সময়কে মনের চৌবাচ্চায় ধরে রাখতে চায়,
ছবি আঁকে, গদ্য লেখে, গান লেখে–
আরো আরো কত কিছু করে!

সবাই সময়কে ধরে রাখতে জানে না;
হা-হুতাশ করে শোকাতাপা নারীর মতোই,
জীবন্ত মাছের মতো সময় মায়াজাল ছিঁড়তে চায়,
তবু দিবারাত্রি চলে তাকে ধরার প্রয়াস!

সময় পিছোয় না শুধু এগোবার কথা বলে–
বৈদিক ঋষিদের মতো;
যারা অশ্ববেগে এগোতে চায়–সময়-অশ্ব চড়ে,
সময় তাদের বলে, 'আমি তো প্রস্তুত–চটপট পিঠে উঠে পড়ো!'

BANGLADARSHAN.COM

অপেক্ষিত

এখনও এমন লিখতে পারোনি,
যা প্রত্যেকের ভালো লাগবে!

এখন এমন লিখতে পারোনি,
যা প্রত্যেকের প্রশংসা পাবে!

এখনও এমন লিখতে পারোনি,
যা অন্ধের যষ্টি হতে পারে;

এখনও এমন লিখতে পারোনি,
যা তোমাকে দুর্লভ সম্মান এনে দিতে পারে;
রবার্ট ব্রুসের মতো চেষ্টা চালিয়ে যাও!
নিরন্তর লিখে চলো মৌচাকনিষ্ঠ মৌমাছির মতো,
কে বলতে পারে জন্মায়নি আজো যা–
জন্ম নেবে না অকস্মাৎ কোনো এক পুণ্য লগ্নে?

BANGLADARSHAN.COM

কবিতা-কাঁথা

ভেবেছিলাম ভোরবেলাতে
কবিতা-কাঁথায় করব আরাম!
কোথায় আরাম? শীতঘুমটা চটকে গেল!
বেল বাজল নগ্ন দেহে এক ভিখারি,
কাঁপছে সে যে দারুণ শীতে এই সকালে,
দয়াল রবি দিচ্ছে না তাপ, ভয়াল শীতে ওযে কাবু!
বেল বাজালো সাহস করে,
কিছুর আশায় হাত পেতেছে আমার কাছে,
নেমপ্লেটেতে নাম রয়েছে–
আছে লেখা কখন পাবে,
ওসব ওতো জানেনাকো!
ম্যানার্স ট্যানার্স শেখায়নি কেউ!
পেটের টানে, শীতের চাপে,
ঐ বেচারি বোতাম টেপে,
বলতে ওকে পারলাম না–যাও না এখন অন্য দোরে!
কোথায় যেন পেলাম বাধা, বিবেক যেন আঘাত দিল,
কণ্ঠ আমার রুদ্ধ হল–দুচোখ তখন গেল ভিজে,
সকালবেলায় সবই মনই তো–
ফুলের মতোই থাকে তাজা,
অন্য সুরে বলি তাকে–'দিতে পারি কবিতা-কাঁথা',
কিন্তু সেটা আসলে কী জানেনাকো ঐ অভাগা,
ফ্যালফেলিয়ে থাকল চেয়ে–
দিলাম তখন গরম চাদর,
গায়ে দিয়েই ছুট লাগাল–
পাছে আবার চেয়ে বসি।

BANGLADARSHAN.COM

অপেক্ষা

কবিতা লিখতে চেষ্টা করেছিলাম বড় ঘড়ির সামনের চেয়ারে বসে,
আত্মীয় আসবেন দূর থেকে,
ছিলাম তাঁর অপেক্ষায়;
শব্দ নিয়ে কাটাকুটি খেলা দেখে পাশে বসা এক তরুণী বলল,
–আপনি বুঝি কবিতা লেখেন?
বুঝলাম, আমার খাতার ওপর তার নজর ছিল, আমার ওপরও।
বললাম, চেষ্টা করি কিন্তু সবসময় তা আসে না!
আমল দিল না কথাটাকে;
বলল, কী লিখলেন শোনাবেন?
বললাম, অবশ্যই!
হঠাৎ আমার সেলফোন বেজে উঠল!
শুনলাম, আত্মীয়টি আমায় খুঁজছেন;
তরুণীটিকে নিজের নম্বর দিয়ে বললাম,
‘ফোন করলে অবশ্যই কবিতা শোনাব!’
তাড়াতাড়িতে তার নম্বর নেওয়া হয়নি!
আজও অপেক্ষায় আছি যদি সেই মধুকণ্ঠী হঠাৎ বলে ওঠে–
–কই কবিতা শোনান!

BANGLADARSHAN.COM

বিজ্ঞাপন

দেখেছেন, চারিদিকে অসংখ্য বিজ্ঞাপন!
কেউ পণ্যের বিজ্ঞাপন দিচ্ছেন,
কেউ কন্যের বিজ্ঞাপন দিচ্ছেন,
কেউ বা কতটা ভবিষ্যৎ বলতে পারেন তার প্রতিযোগিতায় নামছেন!
সকলেই চান প্রচার–
প্রচার না হলে যেন জীবন অসার।
অথচ খেতে না পাওয়া, বস্ত্রহীন, আশ্রয়হীন মানুষের কোনো বিজ্ঞাপন নেই!
তাদের জীবনও নেই!
একদল পদাভিলাষী ওদের দুঃখে বুক ফাটান,
সামনে মাইক ধরলে এদের থামায় কার সাধ্য!
প্রচার সফল হয় না,
হলে দুঃখীর সংখ্যা দাড়ি গোঁফের মতো বেড়ে চলবে কেন?
রহস্য গভীর!
ক্যানসারের ওষুধের মতো মীমাংসা আজও অপেক্ষিত।
অপেক্ষায় আছি সেই বিজ্ঞাপনের যা বলবে–
‘অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান–একমাত্র আমরাই দিতে পারি!’

BANGLADARSHAN.COM

বাঁচার কারণ

একটা স্টেশন থেকে আর একটা,
মাঝে কতটুকুই বা সময়!
কতজন আসছে, যাচ্ছে,
হাসি, কান্না, প্রেম, ব্যর্থতা–এটুকুর মধ্যেই!
ঈর্ষা, হিংসা এর মধ্যেই,
কেউ কেউ খঞ্জনি বাজায়, কেউ বাঁশি–
কেউ বা হারমোনিয়াম;
স্বল্পস্থায়ী সুরের জগৎ সৃষ্টি করে আনন্দের অনুভূতি!
মনে হয়–
এদের জন্যই বাঁচা দরকার।

BANGLADARSHAN.COM

চশমা

চশমা খুললে অনেক কিছুই দেখা যায় না,
অনেকেই ঠিকমতো চশমা ব্যবহার করে না,
ফ্রেম বারবার বদলালেও স্বচ্ছদৃষ্টি আসে না!
জীবন কাটিয়ে দেয় খড়কুটোর মতো,
ঘটনার স্রোতে ভাসে, হাবুডুবু খায়–
তবু প্রাণভরে অপরূপা পৃথিবী দেখে না!
নিসর্গ কেঁদে ফেরে সান্নিধ্য-আশায়;
রূপ, রস, গন্ধের অনুভূতি থেকে থাকে বহু হাত দূরে!
রূপসী সমুদ্র হাতছানি দেয়নাকো জড়িয়ে ধরার,
কোনো শিশু পায়নাকো চুমু,
একা, স্রেফ একা জীবনের স্রোত–'আরো চাই', 'আরো চাই' বলে,
একদিন ভুল ভাঙে কারো কারো–চশমাও খোঁজে,
যায় নাকো পাওয়া!
ঈর্ষা, ক্ষোভ, অনুতাপ–ইতোমধ্যে বাসা গড়ে বাবুইয়ের মতো,
সে-বাসা গোধূলিবেলার তুষার-ঝড়েতে থাকে অচল, অটল–
পড়েনাকো ভেঙে সহজে কখনও;
শীত করে, জ্বর আসে উত্তরের দামাল হাওয়ায়,
হাওয়ার উৎস খোঁজে বিষণ্ণ, ব্যথিত মন;
মনে হয়, বড় দেরী হয়ে গেছে, বড় দেরী হয়ে গেছে!
কেউ এসে আর তাকে বলবে না–'এই তো এখানে'...

BANGLADARSHAN.COM

আত্মবিশ্লেষণ

বিতর্কে জড়িয়ে পড়ে অনেকেই ভাবে না নিজে দোষী কিনা,
উত্তেজনা বেড়ে চলে, কথা বাড়ে–দিন, মাস বয়সের মতো,
সোনালি আদুরে রোদ বেয়াড়া মনে হয়!
চাঁদের নরম আলোয় গা ঘিনঘিন করে!
ভেবে দেখে না নিজের ত্রুটির পারা কতটা উঠেছে;

সারা পৃথিবীতে একই সমস্যা–আইসল্যাণ্ডের আগ্নেয়গিরির ছাইয়ের মতো,
কেউ কেউ ভাবছে তারাই ঠিক, বাকিরা নয়–ও ছাইতে কিছুই হবে না!
যে যার জায়গা ভিখারির পুঁটুলির মতো আঁকড়ে থাকতে চায়–সার্বিক সুরক্ষা ভুলে,
লক্ষ্যে কেউই পৌঁছাতে পারে না!
একদিন ছাই গ্রাস করে সমস্ত আকাশ;

আত্মবিশ্লেষণের বড় প্রয়োজন আগ্রাসী ছাই তা জানায়,
ব্যক্তি, সমাজ, দেশ এগিয়ে চলবে–দিনের আলোর মতো একথা সত্য;
অন্যথায় বিতর্ক, অশান্তি, হিংসা জোরে ছুটবে দামাল বালকের মতো–
ধ্বংসের আগুনের দিকে।
এ থেকে কারোরই রেহাই থাকবে না, শত চেষ্টাতেও না!
মনে রাখতে হবে, ধ্বংসের আগে ‘শান্তির ললিত বাণী’ কাজ করে,
পরে কিন্তু নয়!

BANGLADARSHAN.COM

কালোতীর্ণ

কী ছাইপাঁশ লেখো কিছুই বুঝি না!
কাগজে ছবি দেখি সংবর্ধনা পাচ্ছ এখানে ওখানে,
পুরস্কারের খবরও পাই;

কী ছাইপাঁশ লেখো কিছুই বুঝি না!
চর্বিত চর্বণে আনন্দ পাই না, লেখাগুলো চেনা চেনা মনে হয়,
পাই না মাটি ঘেঁষা মানুষের নতুন খবর!

কী ছাইপাঁশ লেখো কিছুই বুঝি না!
ইতিহাস, ভূগোলের মিছিল দেখে ইস্কুলের কথা মনে পড়ে,
লেখা আমাকে হতাশ করে, ক্লান্ত করে!

কী ছাইপাঁশ লেখো কিছুই বুঝি না!
এখন আর খুঁজিও না নতুন কিছু–তোমার লেখায়,
জানি তা অরণ্যে রোদন হবে!

BANGLADARSHAN.COM

কী ছাইপাঁশ লেখো কিছুই বুঝি না!
নাম তো অনেক হলো–এবার থামো!
ভাবতে থাকো সত্যিই কি দিয়েছ কিছু?

কী ছাইপাঁশ লেখো কিছুই বুঝি না!
কলম বন্ধ করে বিবেক-আয়নার সামনে একটু দাঁড়াও!
আয়নাই বলবে–কালোতীর্ণ লিখেছ কি কিছু?

এম্মা জানে না–

এম্মা জানে না–
সকলের কাছে নিজের দুঃখের কথা বলতে নেই,
সবাই সহানুভূতিশীল হয় না,
সবাই তোমার দুঃখ বুঝবে না,
বৃথা চেষ্টা কোরো না মাকড়সার মতো দুঃখের জাল বুনতে,
ওতে কেউই আটকে থাকতে চাইবে না!

এম্মা জানে না–
তোমার পাশে দাঁড়াবার মতো কেউ নেই,
তোমাকে তালগাছের মতো একাই দাঁড়াতে হবে,
ঝড়, ঝাপটা সামলাতে হবে আবার সরস তালও দিতে হবে,
কেউ বুঝবে না একা দীর্ঘ হওয়ার, উচ্চতা পাওয়ার কষ্ট কতটা!
কতটা চেষ্টা তোমাকে করতে হয়েছে মাটি আঁকড়ে পড়ে থাকতে;

BANGLADARSHAN.COM

এম্মা জানে না–
আপনজনই মীরজাফর হয়,
বিভীষণরা ঘরেই থাকে,
শকুনিরা ভাগিনাদের কুমন্ত্রণা দেয়,
ভুলেও ওদের পথ নিও না!
নিলে উচ্চতা হারাবে, মাটিতে থুবড়ে পড়বে,
আর লোকে বলবে–
–এম্মা কিচ্ছু জানে না!

গরমিল

এখন হিসাব করা ছেড়ে দিয়েছি,
জীবনের ব্যালান্সশিটে বামডান সমান হয় না!
যাকে পছন্দ করতাম সে আমার নিন্দা পছন্দ করল!
যাকে অপছন্দ করলাম সে পাশে দাঁড়াল!
যাকে ভালোবাসতাম সে আঘাত দিতে চাইল!
ভালোবাসার কথা যাকে বলিনি সে একসমুদ্র ভালোবাসা জানাল!
যাকে ঘৃণা করতাল সে ক্ষমা চেয়ে কাছে এল!
যাকে ঘৃণা করতাম না সে ঘৃণা করার মতো কাজ করল!
এখন বুঝতে পারি কিছুতেই মনের নাগাল পাব না!
বিচিত্র এই জগৎ, আরো বিচিত্র মানুষের মন!
তাই হিসাব করা ছেড়ে দিয়েছি,
বুঝেছি হিসাবে সময় নষ্ট হবে, গরমিল থেকেই যাবে!

BANGLADARSHAN.COM

নতুন কবিতা

সকাল থেকে অনেকগুলো পাতা নষ্ট করলেন কবি,
যারা দেখল তারা অবাক হল!
কেউ বললেন, ওর মধ্যে ভালো কবিতাও তো থাকতে পারত!
যেমন ঝিনুকের মধ্যে মুক্তো থাকে।
কবি হাসলেন;
ভাবলেন, মুক্তো ভালোই চেনেন পাকা ডুবুরির মতো,
যা ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে তাতে মুক্তো অন্তত ছিল না!
ছিল হতাশা, আক্ষেপ আর শব্দ নিয়ে কাটাকুটি খেলা,
বিষণ্ণ, ব্যথিত কবি এরপর বিধাতার মতোই নতুন সৃষ্টিতে মেতে উঠলেন;
পরিজনরা দেখলেন এক নির্বাক সাধককে–
ঈপ্সিতকে পেতে কী প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা!
ধ্বংসের মাঝে বসে সৃষ্টির সাধনা?
কে বলতে পারে নতুন কবিতা জন্ম নেবে কিনা!

BANGLADARSHAN.COM

এক একটি দিন

এক একটি দিন নিষ্ফলা হয়–
একটিও কবিতা লিখতে পারি না!
দুধ সাদা খাতাটার সামনে বসে মনে হয়–
আমি শেষ হয়ে গেছি!

এক একটি দিন একজন ভিখারিও আসে না!
কাউকেই কিছু দিতে পারি না!
অথচ সেইদিন আমি আমাকে উজাড় করে দিতে চাই!

এক একটি রাত বড় একঘেয়ে মনে হয়,
রেডিও, টি.ভি, টেপ–কিছুই ভালো লাগে না!
মনে হয় হিমালয়ের মতো স্তব্ধতা ভেঙে পড়ুক–
কোনো এক প্রচণ্ড আঘাতে!

BANGLADARSHAN.COM

এক একটি দিনকে লোডশেডিং বলে মনে হয়,
মনে হয় আজ আর কেউ ফোন করবে না!
আমাকে আর কারো দরকার নেই,–
মনের-আলো কেউ আর জ্বালাবে না!

হচ্ছে না কেন

এত তো লেখা হচ্ছে, ছাপাও হচ্ছে!
তবু রবীন্দ্রনাথ, শেকসপীয়র, টলস্টয়, দস্তভয়োস্কি,
বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্র, বিভূতিভূষণ, তারাশংকর, মানিকের মতো–
একটিও হচ্ছে না কেন?
এ প্রশ্ন যাঁরা করেন একবিংশ শতাব্দীতে তাঁরা 'অচল',
'পাগল' উপাধি পান আঁতেলদের বিশ্ব-বিদ্যা লয়ে।
অত্যধিক 'আই-কিউ'-সম্পন্ন হাইব্রিড–
প্রথম শ্রেণীর আঁতেলরা আর যাই পারুক–
ওঁদের মতো অক্ষরমালা গাঁথতে পারে না!
পারে কেবল ব্যঙ্গ করতে, তর্ক করতে, নকল করতে;
আর কাঁচা নর্দমায় সাহিত্যের পুণ্য অঙ্গন পূর্ণ করতে।
কেউ কেউ হাততালি পায়, তদ্বিরে পুরস্কারও পায়–
কিন্তু সর্বকালের মানুষের মন পায় না!
বিধাতার নিদারুণ পরিহাস!
আসলে এরা বোঝে না–
আমগাছে কোনোদিনই আমড়া ফলে না!
কৃত্রিম-অনুভবের সার দিয়ে যারা তা জোর করে ফলাতে চায়–
আম বা আমড়া কোনটাই পায় না!

BANGLADARSHAN.COM

কথা রাখা

কথা দিয়েছিলাম তার লেখা প্রকাশ করব, প্রকাশ করেই হাতে দেব,
ভালো লেগেছিল বলেই বলেছিলাম;
তখন বুঝিনি লেখায় কতখানি ও মিশে আছে,
যখন লেখাটা প্রকাশ করে ওর কাছে দিতে গেলাম–
পেলাম না ওকে!
শুনলাম–আর ও লিখবে না কোনোদিন–
ধোঁয়া হয়ে চলে গেছে আকাশের দিকে;
আজও ওর লেখা বেদনা বাড়ায়,
ওকে পাই নিকটে তখন,
কৃতজ্ঞতাভরা এক মুখ যেন ভেসে ওঠে মনের পর্দায়,
যাব কথা রাখা হয়নিকো আলস্যে আমার!

BANGLADARSHAN.COM

সোজা কথা

কথা ছিল ও আসবে,
কথা ছিল ঠিক পাঁচটায়,
কথা ছিল যাবে না বাড়িতে,
কথা ছিল বড় ঘড়ির সামনে,

বড় ঘড়ি জানাল, ‘এখন আটটা বাজে,
ওরই মতো তুমি বাড়ি যাও!
সব কথা রাখা সোজা কথা নয়।’

BANGLADARSHAN.COM

ঘেন্না

মাগো মা ঘেন্না করে এদের দেখে!
তুই কি এদের জন্ম দিলি?
এরা সব মারণ-খেলায় উঠছে মেতে–
শান্তির পথ চায় না এরা!
অকারণে মারছে মানুষ!
বদলা নিতেই ব্যস্ত সবাই,
বদলে নাকি এরাই দেবে–
পোড়ো দেশের পোড়া কপাল!
মাগো মা ঘেন্না করে এদের দেখে!
লজ্জায় মুখ ঢেকে যায়,
যতসব বিবেকবিহীন দস্যুগুলো,
সেজেছে দেশপ্রেমিক দুহাতে অস্ত্র নিয়ে,
মুছেছে সিঁদুরফোঁটা কতজনার–
সে হিসেব দিতেই হবে বদলালে দিন,
যারা আজ ভিটে ছাড়া,
ফেরাতে হবেই তাদের,
ঘেন্না ছাড়া তখন এদের জুটবেনাকো অন্য কিছু!

BANGLADARSHAN.COM

সিঙ্গুরের মানুষ

এখনও প্রত্যাশা করে জমি ফিরে পাবে,
চাষ হবে সোনার ফসল,
মনে পড়ে সেইসব দুঃখভরা দিন–
কালো রাত, অত্যাচার, নির্মম কঠিন!
বদলেছে অনেকেরই মত,
নিয়েছে শপথ–
প্রাণ যায় যাক ভূমিলক্ষ্মী–ফেরাতেই হবে!
নির্ভীক মাধ্যমগুলো নেতা, নেত্রী সাথে কাজ করে গেছে সতত মহান,
সারা বিশ্বে সিঙ্গুরের আন্দোলন জাগিয়েছে সাড়া,
বিনিময়ে আজও তারা পায়নিকো–
যথোচিত শ্রদ্ধ ও সম্মান;
'আন্দোলন ট্রেন' চলে স্মরণিকা হয়ে,
নিয়ে চলে সিঙ্গুরের যাত্রী কতশত,
পুত্রহারা মা, কন্যাহারা মা,
এরপর কী হবে তাও জানে না!
আদালতে চলছে মামলা,
কবে তার মীমাংসা হবে–
প্রত্যাশায় দিন গোণে শুধু;
উহারা প্রত্যাশা করে একদিন উন্নয়ন হবে,
প্রতিশ্রুতিমতো ঘরে ঘরে উঠে যাবে নবান্নের ধান,
স্ট্যাচু হওয়া শহিদের মিটবে প্রত্যাশা,
প্রতীক্ষায় আছে এরা সেই সুদিনের–
থালাভরা ভাত পাবে নিরন্ন মানুষ;
স্ট্যাচুদের পরিজন
চোখ মুছে বলে যাবে–তোরা আজ কোথায় এখন?

BANGLADARSHAN.COM

॥সমাপ্ত॥